ইউনিট ২

স্রষ্টা ও সৃষ্টি

ভূমিকা

সকল সৃষ্টির মূলে স্রষ্টা রয়েছেন। জীব ও জগতের সৃষ্টির মূলে রয়ছেন একজন স্রষ্টা। কিন্তু স্রষ্টাকে আমরা সরাসরি দেখতে পাইনা। কিন্তু প্রকৃতি ও পরিবেশের রূপ ও বৈচিত্র্যের মধ্যে আমরা এর স্রষ্টাকে অনুভব করি। জীব ও জগতের সকল কিছুর সৃষ্টি-কর্তাকে বলা হয় ঈশ্বর। ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। তিনিই সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। আবার তিনিই আত্মা রূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন।

'স্রষ্টা ও সৃষ্টি– শীর্ষক এ ইউনিটের দুটি পাঠের প্রথমটিতে প্রকৃতি ও পরিবেশ দেখে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে ধারণা এবং দ্বিতীয়টিতে সৃষ্টিকর্তা এক ও অদ্বিতীয়– এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচনার সুবিধার্থে এই ইউনিটটিকে মোট দুইটি পাঠে ভাগ করা হয়েছে। এই পাঠগুলো হচ্ছে:

পাঠ- ২.১: প্রকৃতি ও পরিবেশ দেখে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে ধারণা

পাঠ- ২.২: সৃষ্টিকর্তা এক ও অদ্বিতীয়

চিত্র ২: বিচিত্র প্রকৃতি।

পাঠ ২.১ প্রকৃতি ও পরিবেশ দেখে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে ধারণা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রকৃতি ও পরিবেশের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- প্রকৃতি ও পরিবেশের বৈচিত্র্য ও ঐক্যের ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রকৃতি ও পরিবেশের সকল বস্তু ও সকল জীবের একজন স্রষ্টা আছেন– এ কথা বলতে পারবেন।
- হিন্দুধর্ম অনুসারে সৃষ্টিকর্তাকে ঈশ্বর বলে এ কথা বলতে পারবেন।
- ঈশ্বর জীবের স্রষ্টা, আবার তিনি আত্মারূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন– এ কথা বুঝিয়ে বলতে পারবেন।
- পরম স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

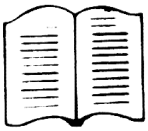

আমরা পৃথিবীতে বাস করি। এ পৃথিবীর কোন খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে তাকালে আমরা দেখি সুনীল আকাশ। সে আকাশে বা মহাশূন্যে রয়েছে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহ তথা নক্ষত্রমালা। আর পৃথিবীতে কোথাও সুউচ্চ পর্বত, পর্বতের শিখর সাদা বরফে ঢাকা। তাতে সূর্যের আলো পড়লে তা ঝিকমিক করে। পর্বত থেকে নদ-নদী নেমে আসে। নেমে আসে ঝর্ণা ধারা। বৃক্ষ, লতা ও গুল্ম-ভরা বনভূমি প্রান্তর আর লোকালয়ের ভিতর দিয়ে নদী বয়ে যায়। নদীগুলো মিলিত হয় সমুদ্রের সাথে। বৃক্ষ-লতায় থাকে নানা রকমের ফুল আর ফল।

আবার কোথাও মরুভূমি। সে মরুভূমির তপ্ত বালুকণার মধ্যে দিয়ে উটের পিঠে চড়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে যায় মানুষ। এক মরূদ্যান থেকে আর এক মরূদ্যানে। প্রকৃতি ও পরিবেশের মধ্যে এই বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। বছরের বিভিন্ন সময়েও প্রকৃতি ও পরিবেশে বৈচিত্র্য আসে।

গ্রীষ্মকালে সূর্যের প্রখর উত্তাপ। খাল, বিল, শুকিয়ে যায়। কোথাও মাঠ ফেটে চৌচির হয়ে যায়। কখনও কখনও আকাশ ছেয়ে যায় কালো মেঘে। গুরু গুরু ডাকে মেঘ। বিদ্যুৎ চমকায়। ঝড় হয় কালবৈশাখী ঝড়। বর্ষাকালে আকাশ ছেয়ে যায় কালো মেঘে। নামে ঢল। নদী-খাল-বিল জলে ভরে ওঠে। তরতরবেগে নদী বয়ে চলে।

শরৎকালে আকাশ পরিষ্কার থাকে। সুনীল আকাশে ভেসে বেড়ায় সাদা মেঘ। এমনি করে হেমন্ত, শরৎ ও বসন্তে প্রকৃতি তার রূপ বদলায়, পরিবেশে আসে বৈচিত্র্য।

জীবের মধ্যেও কি কম বৈচিত্র্য? মানুষ, পশু, পাখি, কীট, পতঙ্গ। মানুষে মানুষে বর্ণের, আকারের কতই না পার্থক্য। রঙ-বেরঙের পাখি, নানা আকারের নানা ধরনের কীট আর পতঙ্গ।

জীব ও জগতের মধ্যে যেমন বৈচিত্র্য রয়েছে, তেমনি আবার নানা দিক থেকে ঐক্যও রয়েছে। যেমন ঋতু চক্রের আবর্তন, গ্রহদের নিজ কক্ষ পথে চলা, জীবের জন্ম ও মৃত্যু, জন্ম হলে মৃত্যু হবেই, এই অনিবার্যতা– এভাবে সমগ্র জীব ও জগতের মধ্যে গভীর ঐক্য এবং একটা চমৎকার শৃঙ্খলা রয়েছে।

প্রকৃতি ও পরিবেশের দিকে তাকিয়ে জ্ঞানীরা, দার্শনিকেরা বা ভাবুকেরা ভেবেছেন ঞ্জ এবং আমরাও ভাবি ঞ্জ কি করে এই জগত, অনন্ত বিশ্ব ও জীবসমূহের সৃষ্টি হল? নিশ্চয়ই এর মূলে স্রষ্টা আছেন। এই পরম স্রষ্টাকে বলা হয় ঈশ্বর। প্রকৃতি ও পরিবেশ থেকে এভাবে সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছেন জ্ঞানীরা। তাঁরা সকলকে জানিয়েছেন, ঈশ্বর সকল কিছুর সৃষ্টি করেছেন। অসীম তাঁর শক্তি, অনন্ত তার গুণ। তিনি সর্বত্র আছেন।

তাই তো কবি রজনীকান্ত সেন বলেছেন,

আছ অনল-অনিলে চির নভোনীলে
ভূধর-সলিলগহনে।
আছ বিটপি লতায় জলদের গায়
শশীতারকায় তপনে॥

তিনিই জীবের আত্মারূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তাই জীবকে ভালবাসলে ঈশ্বরকে ভালবাসা হয়। জীবকে সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ তাই লিখেছেন,

"বহুরূপে তোমার সম্মুখে ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

সারাংশ

জগত, অনন্ত-বিশ্ব ও জীবের মধ্যে বিস্ময়কর বৈচিত্র্য রয়েছে। আবার বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ও শৃঙ্খলা রয়েছে। সকল সৃষ্টির মূলে একজন স্রষ্টা রয়েছেন। হিন্দুধর্মে সকল কিছুর পরম সৃষ্টিকর্তাকে ঈশ্বর বলে। জ্ঞানীরা সৃষ্টির বৈচিত্র্য দেখে তার মূলে একজন স্রষ্টা আছেন, এ ধারণা ব্যক্ত করেছেন। ঈশ্বর জীবকে শুধু সৃষ্টিই করেননি, তিনি জীবের আত্মারূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তাই জীবকে ভালবাসলে জীবের সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। আমাদের প্রকৃতি ও পরিবেশ কেমন?
ক. সাদামাটা
খ. একঘেয়ে
গ. বৈচিত্র্যময়
ঘ. হাস্যকর।

২। পরিবেশ ও প্রকৃতির সৃষ্টির মূলে কে রয়েছেন?
ক. সূর্য
খ. দেবতা
গ. বিষ্ণু
ঘ. ঈশ্বর।

৩। ঈশ্বর কিরূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন?
ক. প্রভুরূপে
খ. হৃদয়রূপে
গ. আত্মারূপে
ঘ. হৃৎপিন্ডরূপে।

৪। আছে অনল-অনিলে, চির নভোনীলে– কোন কবি এ কথা বলেছেন?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
খ. রজনীকান্ত সেন
গ. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
ঘ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

৫। জীবের সেবা করলে কি হয়?
ক. আনন্দ হয়
খ. স্বর্গ পাওয়া যায়
গ. ঈশ্বরের সেবা করা হয়
ঘ. পরের উপকার করা হয়।

পাঠ ২.২ সৃষ্টিকর্তা এক ও অদ্বিতীয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সৃষ্টিকর্তা এক ও অদ্বিতীয় এ কথা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- দেবতা কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
- ঈশ্বর ও দেবতার মধ্যেকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- দেবতা বহু হলেও ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় একথা বুঝিয়ে বলতে পারবেন।

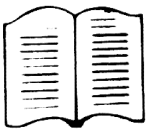

সৃষ্টির মধ্যে অনেক শক্তি, গুণ ও রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। সূর্যের তেজ ও আলো, অগ্নির দাহিকা শক্তি, বায়ুর গতি আমাদের বিস্মিত করে। কিন্তু এ শক্তিসমূহ ঈশ্বর নয়। ঈশ্বর এ-সকলের স্রষ্টা। এ-সকল শক্তি, গুণ বা বস্তুতে ঈশ্বরের শক্তি ও গুণ প্রকাশিত।

ঈশ্বর যখন তাঁর কোন শক্তি বা গুণকে আকার দেন, তখন তাকে দেবতা বলে। যেমন, দুর্গা শক্তির দেবী, সরস্বতী বিদ্যার দেবী, ব্রহ্মা সৃষ্টির দেবতা, বিষ্ণু জীব ও জগতকে পালন করেন। দেবতারা পুজায় সন্তুষ্ট হন। দেবতারা সন্তুষ্ট হলে ঈশ্বরও সন্তুষ্ট হন এবং ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। দেবতা বহু হলেও ঈশ্বর বহু নন। ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। তাই সনাতন ধর্মশাস্ত্রে বলা হয়েছে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। ঋগ্বেদ-এ আমরা দেখি, ঈশ্বর বলেছেন, 'একোহহম্' -আমি এক। এই 'আমি' হচ্ছেন ঈশ্বর।

কঠোপষিদে ঈশ্বর সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে,

ন তত্র সূর্যো ভাতি, ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥

অর্থাৎ সূর্য তাকে প্রকাশ করতে পারে না, চন্দ্র-তারকাও নয় এ বিদ্যুৎও নয়, অগ্নির আর কথা কি! তিনি দীপ্যমান বলেই অন্য সবাই দীপ্তি প্রকাশ করছে, তাঁর দীপ্তিতে সমগ্র জগত প্রকাশিত।

শ্বেতাশ্বতরতর উপনিষদে ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে ঋষিকবি উচ্চারণ করেছেন, তুমিই নীল পতঙ্গ, তুমিই সবুজ রঙের এবং নীল চোখ-ওয়ালা টিয়া পাখি, তুমিই বিদ্যুৎগর্ভ মেঘ, তোমার আদি নেই, অন্ত নেই, তুমি সর্বব্যাপী রূপে বিরাজ করছ, তোমা থেকেই সকল জীব ও জগতের সৃষ্টি। আরও বলা হয়েছে, 'একা হংসো ভুবনস্যাস্য মধ্যে' অর্থাৎ এই পৃথিবীতে এক পরমাত্মাই নানা রূপে বিদ্যামান। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, 'ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং, ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্'- তুমি অক্ষয়, একমাত্র জ্ঞাতব্য, তুমি এই বিশ্বের পরম আশ্রয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সকল কিছুর স্রষ্টা ঈশ্বর, তিনি সর্বশক্তিমান বিশ্বনিয়ন্তা। বহু দেববীর মধ্যে তাঁর প্রকাশ ঘটলেও, সৃষ্টির মধ্যে বিরাজ করলেও ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়।

সারাংশ

সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও শক্তির মধ্যে স্রষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। সৃষ্টির এ সকল গুণ ও শক্তি ঈশ্বরের গুণ ও শক্তি। ঈশ্বর যখন তার কোন গুণ বা শক্তিকে আকার দেন, তখন তাকে দেবতা বলে। দেবতারা ঈশ্বর নন, তাঁরা ঈশ্বরের গুণ বা শক্তির প্রকাশ এবং দেবতা বহু হলেও ঈশ্বর বহু নন, ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. এক ও অদ্বিতীয় স্রষ্টাকে কি বলা হয়?
ক. ঈশ্বর খ. দেবতা
গ. প্রভু ঘ. মহাদেব।

২. 'একোঽহম্' কথাটি কোন ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে?
ক. ঋগ্বেদ -এ খ. কঠোপনিষদে
গ. অগ্নিপুরাণে ঘ. ভাগবতে।

৩. ঈশ্বর যখন তাঁর কোন গুণ ও শক্তিকে আকার দেন, তখন তাকে কি বলে?
ক. ব্রহ্মা খ. শিব
গ. দেবতা ঘ. শক্তিধর।

৪. 'একোহংসো ও ভুবনস্যাস্য মধ্যে'- এই পৃথিবীতে এক পরমাত্মাই নানা রূপে বিদ্যমান।' -কান গ্রন্থে এ-কথা বলা হয়েছে?
ক. কঠোপনিষদ খ. শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ
গ. কেন উপনিষদ ঘ. প্রশ্ন উপ নিষদ।

৫. দেবতারা সন্তুষ্ট হলে কে সন্তুষ্ট হন?
ক. ঋষি খ. ভক্ত
গ. মানুষ ঘ. ঈশ্বর।

আ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। পরম স্রষ্টা ঈশ্বর এবং তাঁর সৃষ্টির মধ্যেকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।
[পাঠ- ১ থেকে লিখুন]

২। 'প্রকৃতি ও পরিবেশের সকল বস্তু ও সকল জীবের মধ্যে ঈশ্বর বিরাজ করেন।' -কথাটি বুঝিয়ে বলুন।
[পাঠ- ১ থেকে লিখুন]

৩। 'সৃষ্টি কর্তা এক ও অদ্বিতীয়।' -আলোচনা দ্বারা কথাটি বুঝিয়ে দিন।
[পাঠ- ২-এর বিষয়বস্তু দেখুন]

ই) সংক্ষেপে উত্তর দিনঃ

(ক) প্রকৃতি ও পরিবেশের মধ্যেকার বৈচিত্র্যের বর্ণনা দিন।
[পাঠ- ২ দেখুন]

(খ) ঈশ্বর জীবদেহে জীবাত্মারূপে অবস্থান করেন। -কথাটি বুঝিয়ে বলুন।
[পাঠ- ২ দেখুন]

(গ) ঈশ্বর ও দেবতার মধ্যে সম্পর্ক কি?
[পাঠ- ২ এর বিষয়বস্তু দেখুন]

(ঘ) শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে ঋষি কবি কি বলেছেন?
[পাঠ- ২ -এর বিষয়বস্তু দেখুন]

(ঙ) কঠেপনিষদের ঈশ্বর সম্পর্কে কি বলা হয়েছে?
[পাঠ- ২ দেখুন]

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১

১. গ; ২. ঘ; ৩. গ; ৪. খ; ৫. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২

১. ক; ২. ক; ৩. গ; ৪. খ; ৫. ঘ